Course Module

SEMESTER-II
Course : History Programme
Paper : CC-II (Unit-3)
Teacher : Nilendu Biswas

Topic : Din-i-ilahi and Moughal land system

❖ **'দীন-ই-ইলাহী' ঃ** ধর্মচিন্তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে আকবর যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তার তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায় । এই বিবর্তনের চরম পর্যায় ছিল 'দীন-ই-ইলাহী' নামক এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন । ধর্মচিন্তার প্রথম পর্যায়ে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত ইসলামী আচার আচারণ মেনে চলতেন । এইসময় হিন্দুদের উপর থেকে 'জিজিয়া কর' ও 'তীর্থকর' তুলে নেন । দ্বিতীয় পর্যায়ে শেখ মুবারক এবং তাঁর দুইপুত্র আবুল ফজল ও ফৈজির নিবিড় সান্নিধ্যের ফলে উদার যুক্তিবাদীতে পরিণত হন । ধর্ম ও দর্শনের মূল বিষয় এবং প্রকৃত সত্য ও উৎস নির্ণয়ের জন্য ১৫৭৫ খ্রিঃ আকবর ফতেপুর সিক্রিতে 'ইবাদৎখানা' নামে একটি ধর্মীয় উপসনা গৃহ নির্মাণ করেন । এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সমবেত ভাবে মিলিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনা করতে পারতেন ।

১৫৮২ খ্রিঃ প্রবর্তিত 'তৌহিদ-ই-ইলাহী' ছিল আকবরের ধর্মচিন্তার বিবর্তনের সর্বশেষ পরিণাম । এটা ছিল আকবরের একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তার পরিণতি । প্রায় ৮০ বছর পর 'তৌহিদ' শব্দের পরিবর্তে 'দীন' কথটি যুক্ত হয়ে পুরো নাম হয় 'দীন-ই-ইলাহী'। সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে এই ধর্ম গঠিত হয়, এখানে কোন সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধবিশ্বাস, দেবতা, দেবমন্দির-এর স্থান ছিল না । এই ধর্মমত প্রসঙ্গে স্বয়ং আকবর বলেছেন, 'একটি ধর্মে যা ভাল তা যেন হারাতে না হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্মে যা ভাল তা যেন লাভ করা যায় ।'

সাম্প্রতিককালে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, আকবর প্রবর্তিত উদার ধর্মমত বা দীন-ই-ইলাহী নতুন ধর্ম ছিল কিনা । আকবরের কঠোর সমালোচক বদাউনি বলেছেন, 'দীন-ই-ইলাহী' একটি নতুন ধর্ম এবং আকবর ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে ছিলেন।' এব্যাপারে স্মিথ, এডোয়ার্ড গারেট প্রমুখ তাকে সমর্থন জানান । স্মিথ বলেছেন, 'দিন-ই-ইলাহী' ছিল আকবরের বুদ্ধিহীনতার স্তম্ভ, প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয় । সমগ্র পরিকল্পনাটি ছিল সম্রাটের হাস্যকর অহমিকা ও অসংযত স্বেচ্ছাচারের জ্বলন্ত নিদর্শন ।'

কিন্তু ঈশ্বরী প্রসাদ, ডঃ কে.কে.দত্ত প্রমুখ তা স্বীকার করেন না । তাদের মতে দীন-ই-ইলাহী' কখনোই ইসলাম বিরোধী নয় । মাহজারনামার মধ্যে কোন ইসলাম বিরোধী বক্তব্য নেই । আকবর যদি অহংবোধ ও স্বেচ্ছাচারের পথে অগ্রসর হতেন, তাহলে জোর করে বহু মানুষকে এই ধর্মে দীক্ষিত করতে পারতেন । কিন্তু আকবর সে পথে অগ্রসর হননি । তবে স্বীকার করতেই হবে, দীন-ই-ইলাহী ইতিহাসের বুকে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । এর প্রভাব বেশি মানুষের উপর পড়েনি । একথা স্বীকার করেও বলা যায় এই ধর্মমত ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছিল । ডঃ ত্রিপাঠী তাই বলেছেন, 'দীন-ই-ইলাহী এমন একটি আদর্শ স্থাপন করেছিল, যাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও জনগন একটি সাধারণ বেদীতে মিলিত হতে পারে ।'

❖ **মোগল যুগে ভূমির মালিকানা ও কৃষি স্বত্বের স্বরূপ ঃ** মোগল যুগের কৃষি অর্থনীতির কাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয় হল জমির ওপর মালিকানা ও অধিকার। বৈদেশিক পর্যটকরা সকলেই এক কথায় বাদশাহকে জমির মালিক বলে বর্ণনা করেছেন । তাদের মতে মোগল যুগে কৃষকের জমির মালিকানা ছিল না । বার্ণিয়ে বলেছেন, মোগল যুগে সব জমির মালিক ছিলেন সম্রাট । তাঁর মতে, ভারতে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না । তিনি আরও জানিয়েছেন যে ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায় ব্যক্তি স্বাধীনতাও ছিল না । যদিও ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব একথা অস্বীকার করে বলেছেন, ভারতীয়দের ভাষা সম্পর্কে ইউরোপীয়দের অজ্ঞতা এবং ইউরোপের জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের ভূমি ব্যবস্থাকে এক করে দেখার প্রবণতার ফলেই তাঁরা ভারতবর্ষে সমস্ত জমির মালিক হিসাবে মোগল সম্রাটদের কথা বলেছেন ।

মুহম্মদ হাসিমকে দেওয়া ঔরঙ্গজেবের ফরমানে মালিক ও 'আরবারে জমিন' শব্দের দ্বারা স্পষ্টভাবে সাধারণ চাষি বা কৃষককে বোঝাত। কাফি খান তাঁর সময়ে চাষিদের মালিকাধীন ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূ-রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ বিক্রি করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন । এরদ্বারা মোগল আমলে কৃষকের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল বলে ধারণা পাওয়া যায় । জমির ওপর কৃষকের স্বত্বতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জমিদার বা মদদ-ই-মাশদের ছিল না । মোগল যুগে চাষি যে জমি চাষাবাদ করত, সেই জমির ওপর তার স্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দখলি স্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া হত ।

মোগল শাসকদের আমলে বিশেষ করে আকবর ও জাহাঙ্গীরের দুটি সরকারী বিধানে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সরকার চাষিদের দখলী স্বত্ব স্বীকার করত । জাহাঙ্গীর তাঁর আদেশনামায় কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, জোর করে নিজেদের জমি 'খুদকস্তা'-য় পরিণত করা যাবে না । আকবরের আইনে উল্লেখিত আছে, যারা বংশানুক্রমিকভাবে চষা-জমির মালিক, সম্রাট তাদের রক্ষা করেন । অর্থাৎ চষা-জমির উপর যে চাষিদের অধিকার বংশগত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না । কাফি খান চাষিদের 'মৌরসি' স্বত্বের কথা বলেছেন । ঐ ফরমানে কৃষকের জমি বিক্রির অধিকার আছে বলে স্বীকার করা হয়েছে ।

মালিকানা স্বত্বের একটি উল্লখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মালিকের ইচ্ছামতো জমি ছেড়ে চলে যাওয়া বা বিক্রি করা । জমির উপর মালিকানা স্বত্ব থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে জমি ছেড়ে চলে যাওয়ার অধিকার কৃষকের ছিল না । উত্তরাধিকার না থাকলে কোন সক্ষম চাষির পক্ষে জমি ছেড়ে স্থানান্তরে চলে যাওয়া বা চাষ করতে অস্বীকৃত হওয়া সম্ভব ছিল না । এদিক থেকে জমি যেমন ছিল চাষির অধীন, তেমনি চাষিরাও ছিল জমির অধীন । মুহম্মদ হাসিমকে দেওয়া ঔরঙ্গজেবের একটি ফরমানে পরিস্কারভাবে বলা আছে যে যদি কোন সক্ষম চাষি সেচ থাকা সত্ত্বেও চাষাবাদে বিরত থাকে, তাহলে রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীরা ঐ চাষি বা চাষিদের ভীতি প্রদর্শন, কয়েদ ও দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন । এরপরেও সে চাষাবাদে অস্বীকৃত হলে সে জমির উপর অধিকার হারাবে ।

১৬৩০ খ্রিঃ গুজরাটের ওলন্দাজ কোম্পানীর কুঠিয়াল গেলিনসেন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টনের একটি পদ্ধতি ছিল । জমি চাষ করতে ইচ্ছুক লোক 'মুকদ্দম' বলে কথিত গ্রামের প্রধানের কাছে গিয়ে পছন্দ মত জায়গায় খুশিমত জমি চায় । চাষিদের অনুরোধ খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হত, কারণ সেখানে কর্ষণযোগ্য জমির এক-দশমাংশও চাষ করা হয় না । ফলে যে কেউ তার ইচ্ছামতো জমি জায়গা পাবে, সামন্তকে ধার্য কর মিটিয়ে দেবার শর্তে তার সাধ্যমত জমি চাষ করতে পারে । কিন্তু কৃষক ইচ্ছে করলেই নিজের খুশিমত তার জমি কাউকে বিক্রি করতে পারত না । এক্ষেত্রে নানা ধরণের রাষ্ট্রীয় ও গোষ্ঠীগত বাধা নিষেধের মধ্যে তার অধিকার সীমিত ছিল ।

মোগল শাসকরা কৃষকদের স্থানান্তর পছন্দ করত না । কৃষকদের অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হত । মোগল যুগে জমি থেকে কৃষকের উৎখাতের ঘটনা ছিল না, বরং কৃষককে জমিতে আবদ্ধ রাখাই ছিল শাসকদের উদ্দেশ্য । অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগের ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল মোগল আমলে । কৃষকের দখলী স্বত্ব চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিকভাবে স্বীকৃত ছিল । কিন্তু যেহেতু কৃষক স্বেচ্ছায় জমি ত্যাগ করতে পারত না, সেহেতু তার মালিকানা স্বত্ব পূর্ণভাবে বজায় ছিল না । জমি এবং তার উৎপাদনের ওপর সরকার, জমিদার ও রায়তের বিভিন্ন ধরণের অধিকার ছিল । একচেটিয়া বা একক মালিকানা স্বত্ব কারোরই ছিল না ।

----------0----------

Model Question (Marks - 5)

১) 'দীন-ই-ইলাহী' বলতে কি বোঝ ?

২) মোগল যুগে ভূমির মালিকানা ও কৃষি স্বত্বের স্বরূপ কেমন ছিল ?